দৈনিক ইনকিলাব

027

~~028~~

তারিখ 31 AUG 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

ঢাকাঃ রবিবার, ১৪ ভাদ্র, ১৩৯৩

তন্মধ্যে সমাজ ও ধর্ম ব্যতীত পাওয়া গেছে অসম্পূর্ণ ২৫ সেট। ৪র্থ শ্রেণীতে প্রয়োজন ২৯ সেট, সে স্থলে পাওয়া গেছে, শুধু গণিত ও বিজ্ঞান-এর ১৫ সেট, অন্য বই এখনো আসেনি। ৫ম শ্রেণীতে প্রয়োজন ১৫ সেট, সেখানে পাওয়া গেছে বিজ্ঞান ও ধর্ম ছাড়া অসম্পূর্ণ ৫ সেট। এ পর্যন্ত দিয়ে মাননীয় শিক্ষা অফিসার সাহেব বলেছেন, বাকী বই যখন আসবে, তখন দেবেন। তা' আসলে আমরা নিশ্চই পাব এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আসবে কি না সেটাই আসল কথা। আমরা এখন এলাকার পরিসিথ্তি কিভাবে মোকাবেলা করি?

এরই মধ্যে কারিকুলাম কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা, আমাদেরকে পড়তে দেয়া হয়েছিল। সেখানে এক জায়গায় লেখা রয়েছে, "শিশুদের হারিয়ে যাওয়া এবং ছিঁড়ে যাওয়া বইয়ের ঘাটতি পূরণের জন্য, ভিন্ন রং-এর কভারে এবং নিউজপ্রিন্টে ছাপা কিছু বই বাজারে ছাড়া হয়েছে।" অথচ, এই ছেঁড়া এবং হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কদাচিৎ হয়ে থাকে যার সংখ্যা খুবই নগন্য। শিশুরা বই না পেতেই ছেঁড়া এবং হাড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। আগে সব ছাত্র-ছাত্রী সব বই পাবে, সুষ্ঠুভাবে পড়া আরম্ভ হবে, তারপর ছেঁড়া এবং হারানোজনিত ঘাটতি পূরণের চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই ভিন্ন কভারে, নিউজপ্রিন্টে ছাপা বাজারজাত করা বইও, বিনামূল্যে বিতরণের বইয়ের সাথে আমাদের হাতে এসেছে। ফ্রী ১ম শ্রেণীর জন্য, বাংলা ও অংকের সমন্বয়ে, পূর্ব প্রস্তুতিমূলক যে বই, সেটা বিনামূল্যে এখনো পাওয়া না গেলেও অনেক অভিভাবকরা বাজার থেকে সংগ্রহ করেছেন যা আমার বিদ্যালয়েও দেখা যাচ্ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, বই আসার পথে কোথাও, এমন একটি জায়গা আছে, যেখানে সব হ,য,ব,র,ল।

রহস্য

কর্তৃপক্ষের এই উদার ঘোষণা উপেক্ষা করে বিদ্যালয়ে বিতরণের জন্য আংশিক বই এসেছে, আর অপর দিকে "বিনামূল্যে বিতরণের জন্য" বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এর কোন রহস্যই আমাদের বুঝে আসছে না। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জনসাধারণ তথা অভিভাবকদের দ্বারা যতটা না নাজেহাল হয়েছি, তার চেয়েও অধিক নাজেহাল, '৮৬ সালের এই বিতরণোপলক্ষে হতে হচ্ছে। তাদের সোজা কথা হল, সরকার পুরা বই দেবে, এই মর্মে দীর্ঘদিন থেকে ঘোষণা করে আসছে। আর সরকার

বই বিলির এই প্রসঙ্গ নিয়ে, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে, রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে সমালোচনার অন্ত নেই। শিক্ষককে দেখা মাত্র কটুবাক্য নিক্ষেপে কার্পণ্য নেই।

বই কিভাবে আসছে, কাকে দিতে হবে, আরো আসবে কি আসবে না, এসব কোন কথাই তারা বুঝতে চায় না। ফলে, শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের অবনতি চরম পর্যায় গিয়ে ঠেকেছে। এমতাবস্থায় পাঠোন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

এরপর ১৯৮৬ সালের বই বিতরণ সম্পর্কে, '৮৫ সালের প্রায় মাঝা-মাঝি থেকেই কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ, রেডিও এবং টিভি'র মাধ্যমে প্রচার করে আসছেন যে, '৮৬ সালে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সব ছাত্র-ছাত্রীই সব বই পাবে। এমনকি রাজধানী থেকে জেলা সদর হয়ে উপজেলা সদরে সব বই পৌছে গেছে। এখন শুধু বিতরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

শিক্ষা উপমন্ত্রীর বরাত দিয়ে সংবাদপত্র মারফত জানান হয়েছে যে, এ পর্যন্ত বিনামূল্যে ৩$^{1}/_{4}$ কোটি পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়েছে। ইউনিসেফের দেয়া অর্থসহ এখাতে বাংলাদেশ সরকারের খরচ হবে ২০ কোটি টাকা।

কর্তৃপক্ষের এহেন জোরাল প্রচারে, প্রাথমিক শিক্ষকরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যে, এবার আর আমাদেরকে পূর্বের ন্যায় কোন প্রকার অসুবিধায় পড়তে হবে না। অভিভাবকরাও নিশ্চিত হয়েছেন যে, এবার শিশুদের বিনামূল্যে বই পাওয়ার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

অবশেষে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত, সেনবাগ উপজেলার ৪, ৫ ও ৬নং ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, ১৯/১/৮৫ ইং তারিখে বই গ্রহণ করার জন্য, উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে, ১৬/১/৮৬ ইং তারিখে চিঠি পেলাম।

চিঠির মর্মমতে আমরা রশি, বস্তা ইত্যাদি নিয়ে বই গ্রহণ করতে গিয়ে দেখা গেল, প্রদত্ত অগ্রাধিকার তালিকার অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী বই দেয়া হচ্ছে পুরা বই দেয়া হচ্ছে না। তাও অসম্পূর্ণ সেট। সব ছাত্র-ছাত্রীই বই পাবে, সে হিসাবে আমার বিদ্যালয়ে শ্রেণীওয়ারী কত সেট বই পাওয়ার প্রয়োজন তারমধ্যে কোন্ শ্রেণীতে কত বই, ১৯/১/৮৬ ইং তারিখে পেলাম, তা নিম্নে প্রদত্ত হল।

ফ্রী ১ম শ্রেণীতে প্রয়োজন ৩৪ সেট, সে বই এখনো আসে নাই।

১ম শ্রেণীতে প্রয়োজন ৭০ সেট, সে বই পাওয়া গেছে ৪০ সেট।

২য় শ্রেণীতে প্রয়োজন ৪২ সেট, পাওয়া গেছে ৩০ সেট।

৩য় শ্রেণীতে প্রয়োজন ৪২ সেট,

পুরা বই দিয়েছেও। আপনারা (শিক্ষকরা) উপরস্থ অফিসারদের সাথে যোগ-সাজস করে, অর্ধেক বই বিক্রী করে দিয়েছেন। যা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তাদের এই অভিযোগের কোন জবাব আমাদের কাছে নেই। বর্তমানে সব বিদ্যালয়েই দু'ধরনের ছাত্র-ছাত্রী। এক ধরনের ছাত্র-ছাত্রী, যাদের কাছে রয়েছে অসম্পূর্ণ সেটের মাত্র কয়েকটা বই। আর এক ধরনের ছাত্র-ছাত্রী, যাদের কাছে কিছুই নেই। এই পরিস্থিতিতে বই না পাওয়া শিশুদের অভিভাবকদের কথা হল, সবাই বই না পাওয়া পর্যন্ত ক্লাস করতে দেয়া হবে না। এমতাবস্থায় শিক্ষার মান বাড়বে, না কমবে, বিচার্য বিষয়।

অপরদিকে আমরা পাঠের অগ্রগতি দেখাতে না পারলে, কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে নেয়া হবে শাস্তিমূলক ব্যবসথা।

অথচ, সব বই বাজারে ছাড়া হলে, কোন সমস্যাত দেখা দিতইনা, বরং প্রমোশন পাওয়ার সাথে সাথে, অভিভাবকরা যথা সময়ে বই কিনে ফেলত।

একটি প্রস্তাব

অন্যদিকে এই ঝামেলাপূর্ণ বই বিতরণোপলক্ষে সরকারের যে বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে, সেটা মন্ত্রী মহোদয় নিজেই বলেছেন, ২০ কোটি টাকা। আমাদের বিশ্বাস, এই অর্থ বিদ্যালয় গৃহের উন্নতির লক্ষে ব্যয় করলে অনেক সুফল পাওয়া যেত। অনেক বিদ্যালয় এমনও আছে, যার কোন বেড়া নেই। নেই দরজা-জানাল। ছাদ বা ছাউনী থেকে ভিতরে পানি পড়ে, যার দরুন বর্ষা মৌসুমে পাঠদান ও গ্রহণের পরিবেশ থাকে না। শিশুদের বসার মত কোন বেঞ্চ নেই, চেয়ার টেবিলের অভাব, রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের জন্য কোন আলমারী নেই। নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ। শিক্ষোপকরণ পরিবেশ থেকে জোগাড় করার নির্দেশ থাকলেও সব বিষয়ের উপকরণ পরিবেশ থেকে পাওয়া যায় না, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ের উপর পাঠদানের যান্ত্রিক উপকরণাদি।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে আমাদের আকুল আবেদন, এই বই সুরবরাহ ব্যবস্থার গলদ কোথায়, সরেজমিনে তদন্ত করে তা' চিহ্নিত করুন এবং পূনর্বিন্যাস করে আমাদেরকে জনসাধারণের কোপানল থেকে বাঁচান।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন, আমীন!

হাফেজ আবদুল হাই।
সহকারী শিক্ষক,
সাদেকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
উপজেলা-সেনবাগ,
নোয়াখালী।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 AUG 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

বিনামূল্যে বই

সর্বকালের এবং সর্বদেশের সর্বজন স্বীকৃত একটা চিরন্তন সত্য কথা হল, প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার বুনিয়াদ তথা উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে বহুতল বিশিষ্ট শিক্ষার মহা অট্টালিকা। কিন্তু এই ভিত রচনা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা বিনামূল্যে বই বিতরণ নীতি পর্যালোচনা করলেই বুঝা যাবে।

বিনামূল্যে বই বিতরণ আরম্ভ হয়েছে ১৯৮৩ সাল থেকে এবং সে বছর ১ম ও ২য় শ্রেণীর আংশিক ছাত্র-ছাত্রী-এর আওতায় পড়ে। এরপর প্রতি বছর একটা করে শ্রেণী বাড়িয়ে ১৯৮৫ সালে ১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত আংশিক বই দেয়া হয়েছে। প্রতি বছর কোন্ শ্রেণীতে কত ছাত্র-ছাত্রীকে বই দেওয়া হবে, সে অনুপাতে পূর্বেই আমাদের নিকট অগ্রাধিকার তালিকা চাওয়া হত। আমরাও আদেশানুযায়ী সে তালিকা দাখিল করে এসেছি। কিন্তু বই গ্রহণ করার সময় সে তালিকানুযায়ী বই দেয়াত হয়ইনি, উপরন্তু প্রতি শ্রেণীতে কাগজে-কলমে যে কয় সেট বই দেওয়া হয়েছে, তার থেকেও ২/৩ সেট করে বই কম দিয়ে পুরা বইয়ের দস্তখত নেয়া হয়েছে। যেমন, ধরুন ২২ সেট বই দিয়ে বলা হয়েছে, "বই গণনায় ভুল হয়ে কম এসেছে তাই আপনাকে ২২ সেট দেওয়া হল, ২৫ সেটের মাস্টার রোল দেবেন।" অবশ্য একথাটা এবার (৮৬-তে) বলা হয়নি। এখন কথা হল, কত শিশুকে বই দেওয়া যাবে, তার সঠিক সংখ্যা নিৰ্দ্ধারণ করে, শিশুদেরকে সুষ্ঠুভাবে বই দেওয়ার জন্যইত অগ্রাধিকার তালিকা চাওয়া এবং দেওয়া হয়। কাজেই ভুল হওয়ার কথা নয়, আর যদি ভুল হয়েও থাকে তাহলেও বই যেখানে থাকার কথা, সেখানেই থাকবে। টান পড়া বই সেখান থেকে আনার ব্যবস্থা করলেই হয়।

কিন্তু তা' না করে ভুলের জায়গায় ভুল রেখে, মিথ্যা-মিথ্যিভাবে সে ভুলকে মাস্টার রোলের মাধ্যমে আমাদেরকে সংশোধন করে দিতে হবে, এর কোন যুক্তিই আমরা খুঁজে পাই না।

সেই ৮৩ সাল থেকে ৮৫ সাল পর্যন্ত, যে সব শিশুকে বই দেওয়া হয়েছে, তাও এক বারে দেওয়া হয়নি। ২/৩টা করে কয়েক কিস্তিতে দেওয়া হয়েছে। '৮৫ সালের দেওয়া সর্বশেষ কিস্তির বই পাওয়া গেছে বছরের ৭ম মাসে। এতে শিক্ষার মান বাড়বে কি কমবে তা' বিবেচনার দাবী রাখে, আর যারা বই পায় নাই তাদের কথাও আরো করুণ।

"বিনামূল্যে বিতরণের জন্য" বই কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে পাওয়া না গেলেও, "সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য" সীল দেওয়া বই কালোবাজারে অধিক মূল্যে পাওয়া গেছে। বিদ্যালয়ে বইয়ের চাহিদা অপূরণ রেখে তা' বাজারে আসে কোত্থেকে।

বই না পাওয়া শিশুদের চাহিদা পূরণের জন্য তখন কর্তৃপক্ষ ন্যায্যমূল্যে যে বই বাজারে ছেড়েছিলেন, সেই সুযোগে ন্যায্যমূল্য, বিনামূল্য, সব এক মূল্যের রূপ ধারণ করে চড়ামূল্য হয়ে গেছে। আর এটাই হল আমাদের দেশের বৈশিষ্ট।

অপর্যাপ্ত পুস্তক

যাই হোক, বিগত বছরগুলোতে এই অপর্যাপ্ত বই বিতরণ করতে গিয়ে জনসাধারণের হাতে আমরা কি যে নাজেহাল হয়েছি, সে বিষয়েও কিছু বলা দরকার।

বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর থেকে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ছাত্র-ছাত্রী তথা অভিভাবকরা সবাই বিনামূল্যের বই পাওয়ার আশায় বসে থাকে। বহু টানা-হেঁচড়ার পর যে পরিমাণ বই আমাদের হাতে আসে, তা' সবাই পেতে চায়।

বই যখন কম, তখন নীতিগতভাবে তা' দিতে হয় ঐ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদিগকে, যারা গরীব অথচ পড়া-লেখায় ভাল এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আমরা কি সে ভাবে দিতে পারছি?

যদি তাদেরকে দেওয়া হয়, তাহলে এলাকার যারা প্রভাবশালী, তারা মারমুখী হয়ে আমাদের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে অভদ্র আচরণ, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ, অন্যায়, ষড়যন্ত্র, আকথা-কুকথার সৃষ্টি। অবশেষে মান-সম্মান হারিয়ে অন্যত্র বদলী। বদলী হয়েও রেহাই নেই। সেখানেও সেই একই অবস্থা।

আর যদি প্রভাবশালীদের মন রক্ষা করা হয়, তাহলে অন্যান্যদের আচরণ আরো জঘন্যতম যেমনঃ

"মাস্টাররা এক চোর, তাদের অফিসাররাও আর এক বড় চোর। তারা সবাই এক য়োগ হয়ে, সব বই গোড়াতেই বিক্রী করে দিয়েছে। ঠেলা শামলাতে পারবে না বলে, সামান্য কয়েকটা বই এলাকায় এনে তাদের বড় বাবাদেরকে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে।"